# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২৭ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা


## ঘাতক পুলিশের পাশেই গুজরাটের বিজেপি সরকার

গুজরাট পুলিশের প্রাক্তন ডিআইজি ডি জি বানজারা ১৭ ফেব্রুয়ারি সবরমতী জেল থেকে শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'আচ্ছে দিনে'-র স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে বললেন, "আমার এবং গুজরাটের অন্য পুলিশ অফিসারদের 'আচ্ছে দিন' (সুদিন) ফিরে এল"। কেন 'আচ্ছে দিন', তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তাঁর মতো যে সমস্ত পুলিশ অফিসার জেলে বন্দি রয়েছেন এবার তারা মুক্তি পেয়ে যাবেন।

কেন বানজারা জেলে বন্দি ছিলেন? তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগই বা কী ছিল? কেনই বা তিনি মোদির শাসনকে বড় সুদিন বলছেন? এই প্রশ্নগুলি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে সংবাদ মাধ্যম ও রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই কারণেও যে, সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদ ও তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের থুড়ি গুজরাট সরকারের অতি তৎপরতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যখন নিন্দা করছে, তখন বানজারাদের মতো ঘাতক পুলিশ পেয়ে যাচ্ছে সরকারি আশীর্বাদ।

আইপিএস ডি জি বানজারার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একদল পুলিশ কর্মী নিয়ে ২০০৪ সালের ১৫ জুন আমেদাবাদ শহরের কাছে ১৯ বছরের কলেজ ছাত্রী ইশরাত জাহান ও তার তিন সঙ্গী জাভেদ শেখ, আমজাদ আলি রানা ও জিশান জোহরকে গুলি করে হত্যা করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে তখন বলে দেওয়া হয় এদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তারা ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার বদলা নিতে তদানীন্তন গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে খুন করতে যাচ্ছিল। এই ষড়যন্ত্র আটকাতেই পুলিশ তাদের ধরতে যায়, বোমা-বন্দুক নিয়ে ইশরাতরা বাধা দিলে সংঘর্ষ হয়, সুতরাং পুলিশ নিরুপায় হয়ে তাদের

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# আইন অমান্যে পেটানোর অধিকার পুলিশের নেই

## অভিমত বিশিষ্টজনেদের

৫ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র শান্তিপূর্ণ গণ আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতার বিশিষ্টজনেরা সোচ্চার হয়েছেন। কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইট্স অ্যান্ড সেকুলারিজম (সি পি ডি আর এস)-এর পক্ষ থেকে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্টজনদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে তীব্র প্রতিবাদ। তাঁদের আরও অভিযোগ ঐদিন পুলিশের আক্রমণ ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত। উল্লেখ্য যে, পুলিশি লাঠিচার্জে ছাত্র-কর্মী উত্তম পাড়ইয়ের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, অপর ছাত্রকর্মী রমাকান্ত সরকারের চোখও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দু'জনেরই চিকিৎসা চলছে হায়দ্রাবাদে। এ ছাড়াও ১৯ জন এখনও চিকিৎসায় রয়েছেন। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত এদিনের কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত বলেন, স্বাধীন দেশের পুলিশ গণআন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে পেটাচ্ছে, সেজন্য নাগরিক কনভেনশন করতে হচ্ছে— এ শুধু দুঃখের নয়, লজ্জার। অবশ্য রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্রায় প্রতিদিনই নষ্ট করা হচ্ছে। মঞ্চে উঠে সাংসদকে চড় মারা হচ্ছে, উপাচার্যকে তালাবন্দি করে নিরাপত্তাকর্মীদের কিল-চড় মারা হচ্ছে। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তদন্তের আগেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্তদের 'নির্দোষ' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন। এ সব লজ্জাজনক ঘটনা চলছে এখন। আইন অমান্যকারীদের পেটানোর অধিকার পুলিশকে দেওয়া হয়নি। আইন অমান্য করলে তার বিচারের দায় বিচারকের, বিচার ব্যবস্থার, পুলিশের নয়। পুলিশ কোনও ভাবেই আইনের উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারে না। এর জন্য তাদের শাস্তি পেতে হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আইনের চোখে কেউ অপরাধী হলেও, ন্যায়ের চোখে সে অপরাধী নাও হতে পারে। তিনি আরও বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে ২১ জুলাইয়ের পুলিশি নৃশংসতার ঘটনায় বর্তমান সরকার কমিশন বসিয়েছে। তা হলে ৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনায়ও কমিশন বসানো দরকার। না

*আটের পাতায় দেখুন*

*৫ ফেব্রুয়ারি। গণআইন অমান্যে পুলিশি বর্বরতা*

## অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে হরিয়ানায় কৃষক বিক্ষোভ

*চূড়ান্ত জনবিরোধী জমি অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবিতে হরিয়ানাতে ব্যাপক আন্দোলনে নেমেছে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন। ৪ ফেব্রুয়ারি ভিওয়ানি, ঝজ্জর, রেওয়ারি, মহেন্দ্রগড়, সোনিপত, কইথাল, প্রভৃতি জেলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাজ্য সভাপতি কমরেড অনুপ সিং, রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয় কুমার, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড বাবু রাম, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড জিলে সিং সহ কমরেডস রাজেন্দ্র সিং, জয়করণ, ঈশ্বর সিং, হরিপ্রকাশ প্রমুখ নেতৃত্ব দেন।*

## অবিলম্বে বাসভাড়া কমাতে হবে

### জেলায় জেলায় লাগাতার আন্দোলন

আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী ভারতে তেলের দাম আরও ৫০ শতাংশ কমানো এবং ডিজেলের দাম লিটারে ১৩.৪৬ টাকা কমার জন্য অবিলম্বে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সর্বত্র পথসভা, মিছিল, অবরোধ, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, স্বাক্ষর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চলছে প্রচার। নানা স্তরের সাধারণ মানুষ এই দাবিতে এলাকায় এলাকায় গড়ে তুলছেন পরিবহণ যাত্রী কমিটি।

**খড়্গপুর ঃ** ১৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে খড়্গপুরের ইন্দাতে পথ অবরোধ হয়। এক ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানালে দলের নেতৃবৃন্দ এস ডি ও এবং আর টি ও-র সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব মেনে নিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (সি)-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সূর্য প্রধান, কমরেড তুষার জানা ও খড়্গপুর লোকাল সম্পাদক কমরেড রঞ্জন মহাপাত্র।

**কোচবিহার ঃ** কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি ও চাকীর মোড়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি দলের নেতৃত্বে পথ অবরোধ করা হয়। দুই স্থানে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস নৃপেন কার্যী ও নেপাল মিত্র।

**তমলুক ঃ** ১৭ ফেব্রুয়ারি তমলুক হাসপাতাল মোড়ে পরিবহণ যাত্রী কমিটির নেতৃত্বে শতাধিক বাসযাত্রী বাসের ভাড়া কমানোর দাবিতে গণঅবস্থান

*আটের পাতায় দেখুন*

# ঘাতক পুলিশের পাশেই গুজরাটের বিজেপি সরকার

*একের পাতার পর*

হত্যা করে।

পুলিশের এই বক্তব্য নিয়ে সেদিন বহু প্রশ্ন উঠেছিল। ইশরাতের পরিবারের পরিষ্কার বক্তব্য, কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। বহু মানবাধিকার সংগঠন, সামাজিক সংগঠন পুলিশের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। এ নিয়ে কোর্টে মামলা হয়েছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ২০০৯ সালে আমেদাবাদ মেট্রোপলিটান কোর্ট তার রায়ে বলেছিল 'এনকাউন্টার ওয়াজ স্টেজড' অর্থাৎ ঘটনাটা সাজানো। ২০১৩ সালে সি বি আই আমেদাবাদ কোর্টে যে চার্জশিট দাখিল করেছিল তাতেও বলা হয়েছিল 'সুটিং ওয়াজ স্টেজড। এনকাউন্টার ক্যারিড আউট ইন কোল্ড ব্লাড', অর্থাৎ সংঘর্ষের নাটক সাজিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১১ সালে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-ও গুজরাট হাইকোর্টকে জানিয়েছিল যে, সংঘর্ষের ঘটনা ছিল সাজানো। শুধু তাই নয়, যে তারিখে সংঘর্ষ হয়েছিল বলে পুলিশ বলেছে, ওই তিনজনকে সেই তারিখের আগেই খুন করা হয়।

যদিও রাজ্য সরকার, সরকারি আই বি এবং সরকার মদতপুষ্ট কিছু তদন্তকারী সংস্থা ভুয়ো সংঘর্ষের কথা অস্বীকার করে দাবি করেছে, ইশরাত জাহানদের সাথে লস্কর-ই-তৈবার যোগাযোগ ছিল। যদিও এ বক্তব্যের সপক্ষে কোনও প্রমাণ তারা দিতে পারেনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মাত্র চারজনকে কেন পুলিশের বিশাল বাহিনী জীবন্ত ধরতে পারল না? ওদের জঙ্গিযোগ নিয়ে যদি পুলিশ নিঃসন্দেহই হবে, তা হলে ওদের আহত করে ধরাই তো ছিল বুদ্ধিমানের কাজ এবং তাতে অনেক গোপন তথ্য পুলিশের হাতে আসতে পারত। পুলিশ ওদেরকে লাশ বানাল কেন?

এই প্রসঙ্গে কী বলেছে তামাঙ রিপোর্ট? মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস পি তামাঙ ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ মেট্রোপলিটন কোর্টকে জানিয়েছেন, "দ্য ফোর পারসনস ওয়্যার কিলড্ ইন পুলিশ কাস্টডি", অর্থাৎ থানা লকআপেই বা পুলিশি হেফাজতেই ওই চার ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছিল। তামাঙ রিপোর্ট আরও বলেছে, গুজরাট পুলিশের অপরাধ দমন শাখার কর্মীরা ২০০৪ সালের ১২ জুন ইশরাত সহ ওই চারজনকে মুম্বই থেকে অপহরণ করে আমেদাবাদে নিয়ে আসে। ১৪ জুন রাতে পুলিশ হেফাজতে তাদের হত্যা করা হয়। কিন্তু পুলিশ দাবি করে পরের দিন ভোরে আমেদাবাদ শহরের কাছে সংঘর্ষ ঘটে। ময়নাতদন্তে প্রকাশ, মৃত্যুর পর দেহে কাঠিন্য এসেছিল রাত ১১ টা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে। পরে পুলিশ 'এনকাউন্টার থিওরি' প্রমাণ করতে ইশরাতের মৃতদেহে গুলি করে। তামাঙ আরও বলেছেন, ইশরাতদের গাড়িতে রাইফেল সহ যে সব আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে তা গাড়িতে পুলিশই ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কেন পুলিশ এ কাজ করেছে সে সম্পর্কে তামাঙ রিপোর্ট বলেছে, পদোন্নতি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা — এসব পাওয়ার জন্য পুলিশ অফিসাররা এ কাজ করেছে। কোন কোন পুলিশ অফিসার এ কাজ করেছে তারও একটি তালিকা তিনি তৈরি করেছেন। তাতে রয়েছে, ডি জি বানজারা ও তার ডেপুটি নরেন্দ্র কুমার আমিন, আমেদাবাদ পুলিশ কমিশনার কে আর কৌশিক, অপরাধ দমন শাখার প্রধান পি পি পাণ্ডে এবং এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট তরুণ ব্যারট।

সরকার নিযুক্ত শুধু এই কমিশনই নয়, স্বয়ং অভিযুক্ত ডি জি বানজারা ২০১৩ সালে জেল থেকে যে পদত্যাগ পত্র গুজরাট সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে পাঠান, তাতে তিনি লিখেছিলেন 'সাজানো সংঘর্ষের জন্য দায়ী করে গুজরাটের সিআইডি এবং সিবিআই আমাকে ও আমার অফিসারদের গ্রেপ্তার করেছে। এটা যদি সত্যি হয়, তবে এই নীতি যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁদেরই তো গ্রেপ্তার করা উচিত সিবিআই গোয়েন্দাদের। আমরা তো কেবল সরকারের নীতি রূপায়ণ করেছি মাত্র। এই কারণেই আমার দৃঢ়ভাবেই মনে হয় গান্ধীনগরের বদলে এই সরকারের জায়গা হওয়া উচিত হয় নবি মুম্বইয়ের তালোজা সেন্ট্রাল জেল অথবা আমেদাবাদের সবরমতী জেলে।'

এই পদত্যাগপত্রে গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করা হলেও জামিন পেয়ে বানজারা এখন বিজেপির গুণগান করছেন এবং আশা করছেন শীঘ্রই অভিযুক্ত অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের মুক্তি দেবে বিজেপি।

সুতরাং কোনও সন্দেহ নেই 'আচ্ছে দিন' অবশ্যই অপরাধী পুলিশের। তারা জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে খুন করেও পার পেয়ে যাবে মোদি-অমিত শাহ জুটিদের কল্যাণে। এর চেয়ে সুদিন আর কী হতে পারে?

এ হেন পুলিশ কী ভূমিকা নিচ্ছে তিস্তা শীতলবাদ ও তাঁর স্বামী জাভেদ আনন্দের ক্ষেত্রে? তাদের জেলে পোরার জন্য কেন গুজরাট সরকারের পুলিশের এত তৎপরতা? তিস্তাদের অপরাধ, তাঁরা ২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রত্যক্ষ নজরদারিতে ঘটানো গুজরাট দাঙ্গায় আক্রান্তদের স্মৃতিতে একটি সংগ্রহশালা নির্মাণ করতে চলেছেন জনগণের আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহশালা নির্মাণ হলে মোদির অপরাধের স্থায়ী কীর্তি জীবন্ত হয়ে থাকবে, যুগ যুগ ধরে এই সংগ্রহশালা নিঃশব্দে বলে যাবে এমন এক দাঙ্গার আসামীকে ভারতের শাসক পুঁজিপতিরা দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। এই ইতিহাস মুছে দিতেই টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে তিস্তাদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে নেমেছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ ভাবে হেনস্থা করার অর্থ হল স্বাধীনতাকে আই সি ইউতে ঢুকিয়ে দেওয়া। বাস্তবিকই আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে, মানবাধিকারের প্রশ্নে বিজেপি শাসন কত ভয়াবহ হয়ে উঠছে বানজারাদের মুক্তি এবং তিস্তাদের হেনস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

# বহরমপুরের সদর হাসপাতাল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার জনমত

বহরমপুর সদর হাসপাতালের বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৩ ফেব্রুয়ারি পাঁচ শতাধিক সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এক নাগরিক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা মোটর শ্রমিক সমন্বয় কমিটির সম্পাদক জয়দেব মণ্ডল, বহরমপুর নাগরিক কমিটির সভাপতি হিমাংশুকুমার সাহা, সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষে কৌশিক চ্যাটার্জী, প্রধান চিকিৎসক ডাঃ প্রলয়শঙ্কর মুখার্জী, প্রবীণ নাগরিক বালকনাথ তেওয়ারী, সামাজিক আন্দোলনের কর্মী অভিজিৎ মণ্ডল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দ্বারক ঘোষ।

১৬ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের গেট থেকে সহস্রাধিক মানুষের প্রতিবাদ মিছিল প্রশাসনিক ভবনের সামনে পৌঁছলে পুলিশবাহিনী মিছিলের পথরোধ করেন। 'সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। একই দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেয় এস ইউ সি আই (সি) বহরমপুর লোকাল কমিটি। স্বাধীনতার অনেক আগে লালগোলার রাজাদের দানে বহরমপুর শহরে সদর হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। সত্তরের দশকে জেলায় একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল স্থাপিত হয়। যার চলতি নাম নতুন হাসপাতাল। ২০০০ সালে নতুন হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে আসার নামে কার্যত সদর হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রবল গণপ্রতিরোধে সে উদ্যোগ স্তিমিত হলেও পরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদ জেলা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল গঠিত হলে সদর হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাস ঘোষণা করা হয় এবং তারপরই এক ছাদের তলায় সব বিভাগ থাকা উচিত এই অজুহাতে সদর হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিছুদিন আগে শিশু বিভাগটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পরে সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগ, ভর্তি এবং মেডিসিন ওয়ার্ড বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির বক্তব্য, মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যা পনেরো লক্ষ ছাড়িয়েছে। এখানে একাধিক হাসপাতাল দরকার। মানুষের প্রয়োজনে একদিন সদর হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল আবার মানুষের দাবিতেই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে। দু'টি হাসপাতালকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। সদর হাসপাতালকে কেন্দ্র করে আয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। এক ধাক্কায় তাদের রুটি রুজি কেড়ে নেওয়া যায় না। হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির স্মারকলিপির ভিত্তিতে সদর মহকুমাশাসক বিষয়টি বিবেচনা করে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে চিঠি দিয়েছেন। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত আবেদনপত্রে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে সমাজের নানা স্তরের নাগরিক এবং গণসংগঠনের উদ্যোগে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হবে।

# জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র বর্ধমান জেলার লাউদোহা লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড সহদেব ধীবর দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় নেতা প্রয়াত কমরেড বিশ্বপ্রকাশ গোস্বামীর সংস্পর্শে আসার মধ্য দিয়েই তিনি দলের সাথে যুক্ত হন।

ওই সময় লাউদোহা অঞ্চলে গরিব চাষি ও খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনে কমরেড সহদেব ধীবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই পুঁজিবাদী ক্লেদাক্ত সমাজের প্রভাবে একসময় যেসব কুঅভ্যাসের তিনি শিকার হয়েছিলেন, দলের উন্নত আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাবে সেগুলি থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি পার্টির আদর্শে প্রভাবিত করেছিলেন।

১৮ জানুয়ারি ইছাপুর গ্রামে প্রয়াত কমরেডের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রয়াত কমরেডের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু, জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার, স্মরণসভার সভাপতি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী, আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী। এ ছাড়া অঞ্চল প্রধান উজ্জ্বল মণ্ডল ও বিশিষ্ট গ্রামসেবক খোকন দাস শ্রদ্ধা জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড গঙ্গা গাঁরাই, কমরেড রতন কর্মকার। প্রধান বক্তা কমরেড গোপাল কুণ্ডু প্রয়াত কমরেডের জীবনসংগ্রামের দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

**কমরেড সহদেব ধীবর লাল সেলাম**

এস ইউ সি আই (সি)-র দঃ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা দাঁড়িয়া অঞ্চলের জয়রামখালি গ্রামসভার কমরেড ভূষণ সর্দার ৫ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ক্যানিং সদর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার হাসপাতালে ছুটে যান এবং প্রয়াত কমরেডের আত্মীয় স্বজনদের সমবেদনা জানান। প্রয়াত কমরেডের মরদেহ নিজ বাসভবনে আনলে স্থানীয় পার্টি কর্মী-সমর্থক ও দরদিরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

১৯৬৭ সালে তিনি তাঁর বড় জ্যাঠামশাই কমরেড শুকদেব সরদারের মাধ্যমে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দলের কাজ শুরু করেন। ওই সময় এলাকায় দলের নেতৃত্বে ব্যাপক চাষি আন্দোলন শুরু হয়। তিনি সেই আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি গণদাবী, দলের বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। লেখাপড়া কম জানতেন বলে অন্য কমরেডদের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করতেন এবং অন্যদের সেই রাজনীতি বোঝাতেন। কমরেডদের থাকা-খাওয়ার বিষয়ে তাঁর বাড়ি ছিল অবারিত দ্বার। নিজের বাড়িকে তিনি পার্টির বাড়ি হিসাবেই ভাবতেন।

**কমরেড ভূষণ সর্দার লাল সেলাম**

# মোদি পদে মাথা ঠেকালে পাপীও শুদ্ধ হয় !

মোদিজির 'চায়ে পে চর্চা'র পর স্যুট পে চর্চা বেশ জমে উঠেছে। স্বর্ণাক্ষরে সর্বাঙ্গে লেখা মোদিজির পুরো নাম লেখা সেই স্যুটের দাম নিলামে উঠেছে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। তবে এটি মোদিজির শ্রী অঙ্গ থেকে নামার পরের দাম। তাঁর অঙ্গে একটিবার মাত্র স্থান লাভের উপযুক্ত এই স্যুটটির দাম নাকি ছিল সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। মাহাত্ম্য কি তবে শুধু মোদি নামেরই! সন্দেহ-বাতিকগ্রস্তদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, দেশের সবচেয়ে ধনী শিল্পপতি থেকে শুরু করে এ দেশের বড় বড় ধনকুবেরের দল প্রচার করে থাকেন গুজরাটে সেই প্রাচীন কাল থেকে যত ব্যবসা বাণিজ্য থাকুক না কেন, স্বাধীনতার আগে এবং তার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সেই রাজ্য শিল্পপতিদের যত বড় বিচরণ ক্ষেত্রই হোক না কেন, গুজরাট ভাইব্র্যান্ট (চনমনে) হয়েছে শুধু মোদি মাহাত্ম্যে। আর সামান্য একটা নির্জীব কাপড়ের স্যুট চনমনে হয়ে উঠবে না! অনেকে হয়তো বাঁকা চোখে দেখে বলতে পারেন মিশরের স্বৈরাচারী শাসক হোসনি মুবারকও এমন নিজের নাম লেখা পোশাক পরে ঘুরতে ভালবাসতেন। কারও মনে পড়তে পারে গ্রিক উপকথার নার্সিসাসের কাহিনী। যিনি নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে শেষে সলিল সমাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। মানুষের প্রশ্ন, এই স্যুটের পিছনে রহস্য কী? এত দামি একটি স্যুট একদা 'চা বিক্রেতা' অধুনা প্রধানমন্ত্রী পেলেন কোথায়? আর মোদিজির স্যুট কেনায় এত উৎসাহই বা কাদের?

জানা গেছে প্রধানমন্ত্রীর এই স্যুট বিক্রির টাকায় গঙ্গা নদী সাফাই হবে। গঙ্গা জলের ছোঁয়ায় সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায় বলে ভারতের বহু মানুষের বিশ্বাস। তবে কি মোদিজির স্যুটেও তার ছিটে একটু ঠেকানো দরকার হয়ে পড়েছিল! কিন্তু কেন? মোদিজিকে এতদিন দেখা যাচ্ছিল স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ফিল্মস্টারদের পাশে নিয়ে টিভি ক্যামেরায় পোজ দিয়ে ঝাঁটা ধরতে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের ঝাড়ুতে তাঁর দল প্রায় সাফাই হয়ে যাওয়ার পর তাঁর এখন ভাবমূর্তি ফেরানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ওবামা সাহেবকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে তিনি এই স্যুট পরে নিজেই নিজের ইভেন্ট ম্যানেজারদের সযত্নে গড়ে তোলা 'চা-ওয়ালা' অর্থাৎ নিতান্ত সাধারণ লোকের ইমেজটি ভেঙে খানখান করে ফেলেছেন। এই স্যুট মোদিজিকে উপহার দিয়েছিলেন গুজরাটের এক অনাবাসী ব্যবসায়ী রমেশ কুমার ভিরানি। যিনি সম্প্রতি ভাইব্র্যান্ট গুজরাট অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গুজরাট সরকারের কাছে নানা সুযোগ সুবিধা চেয়েছিলেন। তবে কি সেই পাওনাকে সুনিশ্চিত করতেই এমন মহার্ঘ উৎকোচ থুড়ি ভেট! প্রধানমন্ত্রী বা কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৫ হাজার টাকার উপরে কোনও উপহার নিলে সেই উপহার সরকারি তোষাখানায় মূল্যায়ন করাতে হয়। ৫ হাজার টাকার থেকে যত বেশি মূল্য নির্ধারিত হবে তা তোষাখানায় জমা দিয়ে তবে সেই উপহারটি মন্ত্রীমশাই নিতে পারেন। মোদিজি কি তা করেছেন? তা না করে তিনি এই স্যুট ব্যবহার করলেন কী করে? এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ রোধ করার লক্ষ্যে। দুর্নীতি রোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোদিজির এই কাজ কি দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের দরজা খুলে দিল না? সরকার নিরুত্তর। এই সব অস্বস্তিকর কথা ঢাকতেই কি তড়িঘড়ি নিলাম এবং দেশের মানুষের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে গঙ্গা শোধনের প্রচার?

এই স্যুট দিয়ে গঙ্গা সাফাইয়ে যাঁরা ভগীরথ হয়ে এলেন, তাঁরা কারা? তাঁদের মানিব্যাগটি সাদা টাকাতেই ভর্তি তো? নাকি কালো টাকার কলঙ্কও গঙ্গার জলে ধুয়ে যাবে! মোদিজির স্যুট কেনার জন্য যাঁরা সবচেয়ে বড় ঝাঁপটি দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের পরিচয় একটু দেখা যাক।

লালজি প্যাটেল এবং তাঁর পুত্র হিতেশ প্যাটেল, সুরাটের হিরে ব্যবসায়ী সংগঠনের মাথা। নিলামে সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা দর হেঁকে স্যুটের মালিক হয়েছেন। আমদানি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁদের কোম্পানি ধর্মনন্দন ডায়মন্ডস-এ বেশ কয়েকবার শুল্ক দফতরের অফিসাররা তল্লাশি চালিয়েছেন। দু'বছর আগে তাঁদের এয়ার ট্যাক্সি এবং হোটেল প্রকল্পের জন্য গুজরাট সরকার প্রায় বিনামূল্যে জমি দিয়েছে। মোদিজিই ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।

মুকেশ প্যাটেল, দর হেঁকেছেন প্রায় ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। মোদির স্যুটের উপহারদাতা রমেশকুমার ভিরানির বিশেষ বন্ধু। তাঁর এম কান্তিলাল অ্যান্ড কোম্পানি ১৫৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত।

লালজি বাদশাহ, নিলামের দর ১ কোটি ৮১ লক্ষ। নিলামে জয়ী লালজি প্যাটেলের এয়ার ট্যাক্সি এবং হোটেলের অংশীদার। ২০১৩ সালে গুজরাট সরকারের কাছ থেকে প্রায় বিনামূল্যে সুরাটে জমি পেয়েছেন। কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁর অফিসে গত বছর তল্লাশি চালিয়েছিলেন কর ফাঁকি সংক্রান্ত নানা বিভাগের অফিসাররা।

কমলকান্ত শর্মা, নিলামের দর ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। তাঁর পুরানো জাহাজ ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তাঁর কোম্পানিতে ২০১২ সালে কর ফাঁকির অভিযোগে তল্লাশি হয়েছিল। কালো টাকার মালিক হিসাবে তাঁর নাম অনেকবার উঠেছে। তাঁর কথায়, মাঝে মাঝে কর ফাঁকির অভিযোগে তল্লাশি না হলে বড় ব্যবসায়ী কীসের!

এমন আরও আছে, তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু ভাবনাটা অন্য জায়গায়। মোদিজি লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে এসে মমতা ব্যানার্জীর আঁকা ছবি ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রতারক চিটফান্ড কর্তা সুদীপ্ত সেনের কাছে বিক্রি করা নিয়ে গলা ফাটিয়েছিলেন। ওই সারদা কোম্পানির লুঠে যাঁরা মদত দিয়েছিলেন সেই সব রথী মহারথীদের বিজেপি সিবিআই জুজু দেখিয়ে হয় নিজেদের দলে সরাসরি টানছে না হলে তৃণমূল ছেড়ে দিতে বলছে যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সুবিধা হয়। কথা শুনলেই অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে অথবা সিবিআই এমনকী তাদের গ্রেপ্তারও করছে না। ফলে বোঝা গেল, মোদি পদে আশ্রয় নিলেই পাপীও শুদ্ধ হয়! ঠিক যেমন সুরাটের কালো টাকার মালিকরাও শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ হয়ে গেলেন!

# গভীর উদ্বেগে আহতদের পাশে রাজ্যের মানুষ

কেমন আছে আপনাদের কর্মীরা, ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে তো, যাঁর চোখে আঘাত লেগেছে তিনি চোখ ফিরে পাবেন তো? যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁরা কেমন আছেন?— পাড়ায়, অফিসে, চায়ের দোকানে, যেখানেই দলের কর্মী সমর্থকদের পেয়েছেন সেখানেই মানুষ গভীর উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৫ ফেব্রুয়ারি গণআইন অমান্যের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কোনও তোয়াক্কা না করে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তারের কোনও ব্যবস্থা না রেখে, আশেপাশের সমস্ত রাস্তা-অলিগলি পুলিশ দিয়ে ঘিরে রীতিমতো ব্যূহ তৈরি করে সেদিন পুলিশ এবং র‍্যাফ দিয়ে নির্বিচারে যেভাবে লাঠিপেটা করা হয়েছে, তা দেখে সাংবাদিক থেকে পথচারী সকলেই শিউরে উঠেছেন। বলেছেন, গণআন্দোলনে এমন

বিপুল পুলিশি ব্যবস্থা দেখা যায় না। পুলিশের নির্বিচার লাঠিতে দলের ছাত্রকর্মী উত্তম পাড়ুই চোখে গুরুতর আঘাত পান। সাথে সাথে তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ অপারেশন করেও দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে পারেননি। অপর এক ছাত্রকর্মী রমাকান্ত সরকারের চোখেও গুরুতর আঘাত লাগে। উভয়কেই উন্নততর চিকিৎসার জন্য হায়দ্রাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এঁরা ছাড়াও শতাধিক কর্মী পুলিশের আক্রমণে আহত হন। তাঁদের অনেকেরই হাত-পা ভেঙেছে, মাথা ফেটেছে, শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এঁদের সকলের, বিশেষত উত্তম ও রমাকান্তের চোখের চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। যেজন্য সাধারণ মানুষের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষ স্টেশনে হাটে বাজারে বাসস্ট্যান্ডে কর্মীদের দিকে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাথে সাথে আহতদের কুশল সংবাদ নিয়েছেন, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল সরকারের এ হেন আচরণকে মানুষ পূর্বতন শাসকদের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের প্রশ্ন, এই কি পরিবর্তনের নমুনা? রাজ্য জুড়ে যখন মহিলাদের উপর ধর্ষণ-খুন, ডাকাতি-ছিনতাই-তোলাবাজি প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, বিপন্ন মানুষ পুলিশের দেখা পাচ্ছে না, তখন যারা মানুষের কথা বলছে, তাদের উপরই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিপেটা করছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি দলের কর্মীরা কলকাতার ধর্মতলায় অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করছিলেন। দ্রুতগতিতে চলতে থাকা এক অফিসযাত্রীকে অনুরোধ করা মাত্র তিনি পকেট থেকে টাকা বের করে বললেন, আপনারাই তো লড়াই করছেন, টাকা তো আপনাদেরই দেওয়া যায়। প্রথম শ্রেণির এক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক নিজের বামপন্থী পরিচয় দিয়ে বললেন, কলেজে পড়ার সময়ে তোমাদের সংগঠনের ছাত্রদের গায়ে হাত তুলেছি। তাঁদের বোলো, সেদিন ভুল করেছিলাম, আন্দোলন তোমরাই করছো, যা সাহায্য লাগে দেব। শিয়ালদহে ফ্লাইওভারের নিচে বসা এক প্লাস্টিকের জিনিস বিক্রেতাকে দেখা গেল, উত্তম আর রমাকান্তের ছবিটা বারবার দেখাচ্ছেন তাঁর দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনতে আসা মানুষদের। কিছুক্ষণ পরে উঠে এলেন, হাতে কয়েকটা দশ টাকার নোট। কর্মীদের হাতে ধরা কৌটোয় ঢোকাতে ঢোকাতে বলে চলেছেন, সেই এস ইউ সি আই— গরমেন্ট বদলালো, মার কিন্তু আপনাদেরই খেতে হচ্ছে। বাকিরা তো ভোটের পাখি। আমাদের এই লাইনের হকাররা করে অন্য দল, পেটের জন্য, কিন্তু ভালোবাসে আপনাদের। এটাই রাজ্যজুড়ে মানুষের মনের কথা। তাঁরা যেমন ধিক্কার জানিয়েছেন পুলিশের আচরণের তেমনই যখন জেনেছেন, সরকারের কোনও নেতা-মন্ত্রী আহতদের সম্পর্কে কোনও খোঁজ পর্যন্ত নেননি, তখন নিন্দায় মুখর হয়েছেন। গভীর সমবেদনায় তাঁরা বলেছেন, আপনারা আহতদের চিকিৎসার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করুন, অর্থের জন্য চিন্তা করবেন না।

চিকিৎসা ব্যয় সংগ্রহে দলের এই অভিযান অনেককেই আবেগমথিত করে তুলেছে। তাঁদের আবেগ দেখে মনে হয়েছে, আহতরা যেন তাঁদেরই আপনজন। সত্যিই তাই। দুর্গত জনগণের স্বার্থ নিয়ে যে বিপ্লবী কর্মীরা সংগ্রাম-আন্দোলন করে, জনসাধারণের প্রকৃত আপনজন তো তাঁরাই।

● **কলকাতার রাস্তায় চলছে অর্থসংগ্রহের কাজ**

## বাঁকুড়ায় পথ অবরোধ

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, ঢালাও মদের প্রসার বন্ধ বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা ও বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি এ আই এম এস এস বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে পথ অবরোধ হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে স্টেশন মোড়ে পৌঁছায় এবং রাস্তা অবরোধ করে। স্থানীয় দোকানদার, ব্যবসাদার ও পার্শ্ববর্তী বস্তির মানুষ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পাশে দাঁড়ান।

দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে। আন্দোলনে সামিল হওয়া শত শত মানুষকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড সুষমা মাহাত।

## বেলেদুর্গানগর ছাত্র-যুব উৎসব

৭-৮ ফেব্রুয়ারি জয়নগর থানার বেলেদুর্গানগর অঞ্চলে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ২য় ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রিয়নাথের মোড় থেকে খোলাখালি হাট পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও সংহতির পক্ষে সাইকেল মিছিল হয়। মিছিল শেষ হওয়ার পরে খোলাখালি হাটে সংগঠনের আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। কমরেড কেশব সরদারকে সভাপতি এবং কমরেড সনৎ হালদার ও ভাস্কর মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি বিকাল থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত রোড রেস, ভলিবল টুর্নামেন্ট সহ নানা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছাত্র-যুব-উৎসবে ডি এস ও-র জেলা সভাপতি কমরেড রামকুমার মণ্ডল বক্তব্য রাখেন।

# নারী নির্যাতন বন্ধ কর
# জেলায় জেলায় মহিলাদের বিক্ষোভ, আন্দোলন

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মদের প্রসার রোধ, বিজ্ঞাপনে নারীদেহের ব্যবহার বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে রাজ্য জুড়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, অবরোধ প্রভৃতি কর্মসূচি চলছে।

**দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ঃ** সংগঠনের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি, মদের প্রসার রোধ সহ আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। তিন শতাধিক মহিলা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং থানা সংলগ্ন মেন রোডে প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ চলে। রাস্তায় মহিলাদের হেনস্থা, ইভটিজিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রবণ এলাকা ও স্কুলের সময়ে বাজারের ব্যস্ত রাস্তাগুলোতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর আশ্বাস দেন ও সি। অবস্থানে জেলা সম্পাদিকা মাধবী প্রামাণিক সহ অন্যান্য সংগঠকেরা বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভানেত্রী সবিতা দাস।

**পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** তমলুকের মানিকতলা, নিমতৌড়ি ও কাঁথির বাইপাসে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে এক ঘন্টা পথ অবরোধ করা হয়। তিন জায়গাতেই ব্যাপক সংখ্যায় মহিলা অবরোধে সামিল হন। আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিতা মাইতি, জেলা নেত্রী শীলা দাস, বেলা পাঁজা ও জেলা সম্পাদিকা রীতা প্রধান প্রমুখ।

**বর্ধমান ঃ** বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে ২১ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড সুমিত্রা পুরকাইত, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শকুন্তলা পাল, কমরেডস অত্রি গোস্বামী, ঝর্ণা পাল প্রমুখ।

**উত্তর চব্বিশ পরগণা ঃ** ১৯ ফেব্রুয়ারি বারাসাত শহরে মহিলাদের এক মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর কোর্ট চত্বরে এসে মদের প্রতীকী বোতলে আগুন দেওয়া হয়। আগুন দেন জেলা সম্পাদিকা শিবানী হালদার।

**পুরুলিয়া ঃ** সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি রঘুনাথপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে পথ অবরোধ চলে। অবরোধে বক্তব্য রাখেন জেলা সভানেত্রী কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্য সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

## পাঁশকুড়া থানায় নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির বিক্ষোভ

*নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি নারী নিগ্রহ বন্ধ ও সমস্ত অসামাজিক কাজ বন্ধের দাবিতে পাঁশকুড়া থানায় গণস্বাক্ষর সহ ডেপুটেশন দেওয়া হয় ও বিক্ষোভ দেখানো হয়।*

## রেওয়ারিতে আশাকর্মীদের আন্দোলন

*হরিয়ানার রেওয়ারিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্থায়ী চাকরি, উপযুক্ত বেতন প্রভৃতি দাবিতে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।*

## জামশেদপুরে বিক্ষোভ

*জামশেদপুরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পোস্টঅফিস রোড সংস্কার, বাস এবং অটোর ভাড়া কমানো, সকালের ব্যস্ততম সময়ে ভারী যান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি জেলা শাসকের অফিসের সামনে দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বহু মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন*

## এলাহাবাদে আলোচনাসভা

*উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে 'কর্মচারী মজদুর আন্দোলন— গত দশ বছর এবং আজ' শীর্ষক এক আলোচনাসভা ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বহু মানুষ এতে অংশ নেন।*

## দিল্লিতে ডিএসও-র বিক্ষোভ

*অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া এবং দশম শ্রেণির পরীক্ষা ঐচ্ছিক করার প্রতিবাদে দিল্লিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেয় এ আই ডি এস ও।*

## উত্তরপ্রদেশে ডি ওয়াই ও-র বিক্ষোভ

*উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী সরকারের মন্ত্রী পারসনাথ যাদবের ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে পুলিশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঢালাও আয়োজন ও চার ঘন্টা ধরে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৫৬ আটকে রাখার প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি বদলাপুরে এ আই ডি ওয়াই ও-র বিক্ষোভ।*

# জয়নগর থেকে রায়দিঘি
# রেলের দাবিতে নাগরিক কনভেশন

জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত রেল লাইনের জন্য ২০০৯ সাল থেকে উদ্যোগী হয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের তৎকালীন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার জয়নগর ও মথুরাপুরের দুই সাংসদের উপস্থিতিতে এই রেল প্রকল্পের শিলান্যাসও করেছিলেন। এলাকার চাষিরা এই প্রকল্পের জন্য জমি দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজি হয়েছিলেন। তৈরি হয়েছিল প্রকল্পের ম্যাপ, কিন্তু সেই প্রকল্প আজ বিশ বাঁও জলে। এই প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি রায়দিঘি বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল নাগরিক কনভেনশন। রায়দিঘি কলেজের অধ্যক্ষ সহ বহু স্কুলের প্রধানশিক্ষক সহ নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষদের আহূত এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ মাইতি। বক্তব্য রাখেন আইনজীবী পূর্ণচন্দ্র নাইয়া, শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডল, সাহিত্যিক বিজেন্দ্র বৈদ্য প্রমুখ। বক্তারা অনেকেই জয়নগর, দক্ষিণ বারাসাত প্রভৃতি জায়গায় এস ইউ সি আই (সি) দল রেল সংক্রান্ত নানা দাবি যেভাবে আদায় করেছে তা উল্লেখ করেন। সন্তোষ মাইতিকে সভাপতি এবং লক্ষ্মণ মণ্ডলকে সম্পাদক করে ৭৮ জনের জয়নগর-রায়দিঘি রেলপথ সম্প্রসারণ আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়।

# ফিনান্স পুঁজির প্রবল চাপের মুখে গ্রিসের নবনির্বাচিত সরকার

এক মাসের একটু বেশি হল গ্রিসের পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে 'সিরিজা' নামের একটি জোট সেখানে সরকারে বসেছে। সরকারি খরচ কমানোর নীতির ধাক্কায় গ্রিসের জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছিল। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধর্মঘটের প্রায় বন্যা বইছিল ওই দেশে। এই পরিস্থিতিতেই সিরিজা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা জয়ী হলে বেসরকারিকরণ বন্ধ করবে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের করে আনবে গ্রিসকে। সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের নীতি বদলে দেওয়া হবে। কিন্তু সত্যই কি তা তারা পারবে? এই প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিল বিশ্বের জনগণ। ইতিমধ্যেই দুঃসংবাদ যে, ঋণ শোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার বিনিময়ে পুরনো শর্ত বহাল রাখতে চায় জার্মানি।

সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের শর্ত চাপিয়েছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ই ইউ) ও ফ্রান্স-জার্মানির বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি, তার সাথে আইএমএফ। ঋণ পাওয়ার বিনিময়ে গ্রিসের সরকার এই শর্তগুলি মেনে নিয়েছিল। এইসব শর্ত এখনকার সময়ে অভিনব কিছু নয়। এর মূল কথা ছিল, গ্রিসের রাষ্ট্রীয় শিল্প বা সংস্থাকে, দেশের রাস্তাঘাট-বন্দরকে দেশি-বিদেশি পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দিতে হবে, অর্থাৎ বেসরকারিকরণ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী কমাতে হবে, স্কুল-কলেজে সরকারি সাহায্য ছাঁটতে হবে, কর্মচারীদের পেনশন কমাতে হবে ইত্যাদি। এই শর্তগুলি ই ইউ, ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ দিলেও, গ্রিসের পুঁজিপতি শ্রেণি এর মধ্যে তাদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থ রয়েছে বুঝে তাতে সায় দেয়। অর্থাৎ শর্তগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী জোট ই ইউ কর্তৃক জোর করে চাপিয়ে দেওয়া মনে করা ভুল।

শর্তগুলি এসেছিল গ্রিসের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণের প্রয়োজনে। ২০০৭ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে যে ভয়াবহ মন্দা ইউরোপকেও গ্রাস করেছে, তাতে দেখা গেল, গ্রিস বিভিন্ন বাইরের সংস্থা, বিশেষত ফ্রান্স ও জার্মানির ব্যাঙ্ক থেকে যে পরিমাণ ঋণ করেছে, তা শোধ করার মতো অর্থ গ্রিসের কোষাগারে নেই। বিশ্ব জুড়ে এই খবরে ব্যাপক শোরগোল ওঠে। দেখা যায়, এই ঋণ কিস্তিতে শোধ দিতে হলেও গ্রিসের দরকার আরও ঋণ। তা দিতে রাজি হল ঐ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোই। তবে শর্ত হল, গ্রিসের আর্থিক নীতি ঢেলে সাজাতে হবে ঋণদাতাদের নির্দেশ মতো, বিশেষত গ্রিস যেহেতু ই ইউ-এর সদস্য, অতএব তাকে ই ইউ-এর শর্ত মানতে হবে। গ্রিস সরকার নিজেকে 'দেউলিয়া' ঘোষণা করল। একটি দেশ নিজেকে দেউলিয়া বলছে, এমন ঘটনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। গ্রিস ঋণ পেল। শর্তানুযায়ী পূর্বতন সরকার ব্যয়সঙ্কোচের নামে কোপ বসাল জনগণের উপর। ফল হয়েছে মারাত্মক। গ্রিসে বর্তমান ঋণ-আয়ের অনুপাত হয়েছে ১৭৫ শতাংশ। দেশ থেকে চাকরির সুযোগ প্রায় উবে গেছে। সরকারি হিসাবেই ২০১৩ সালে গ্রিসে বেকারত্বের হার প্রায় ২৮ শতাংশ। যদি ৩০ বছরের কম বয়সীদের ধরা হয়, তাহলে বেকারির হার দাঁড়ায় ৬৩ শতাংশ। মজুরি, ন্যূনতম মজুরি সবই কমিয়ে দিয়েছে গ্রিস সরকার। পেনসন ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ ব্যাপকভাবে কমে গেছে। উৎপাদন ও পরিষেবার হার তলানিতে — ২০০৭-এর তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ। বহু মানুষ গৃহহীন, দেশজুড়ে যেন ক্ষিদের রাজত্ব। ভয়াবহভাবে বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদীরা নিদান দিয়েছিল, সরকারি ব্যয়ে কোপ বসানোই অর্থনীতির দুরবস্থা ঘোচানোর একমাত্র রাস্তা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই নীতি নেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের যেটুকু ক্রয়ক্ষমতা ছিল, তা আরও কমে গিয়ে গ্রিসের অবস্থা দিন দিন দুর্দশার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রিসের নির্বাচনে সিরিজার জয়কে ব্যয়সঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে জনগণের রায় হিসাবেই দেখেছে বিশ্ব। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সিরিজার নেতা সিপরাস আমন্ত্রিত হন স্পেনে। সেখানে সরকারি ব্যয় সঙ্কোচে পিষ্ট জনগণের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। মাদ্রিদের এক বিশাল সমাবেশে সিপরাস ভাষণ দেন। স্পেনের জনগণ প্রবল উচ্ছ্বাসে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, স্পেনেও আমরা সরকার পাল্টে দেব।

ইতিমধ্যে গ্রিসের নতুন সরকার বেশ কিছু জনমুখী পদক্ষেপ নেয়। বেসরকারিকরণ বন্ধ করে দেয়। তারপর সময় আসে ঋণ শোধের উপায় বের করার। নতুন সরকার ইইউ, বিশেষত জার্মানিকে অনুরোধ জানায় ঋণ মকুব করার জন্য, ঋণ শোধের সময়সীমা বাড়াবার জন্য। জার্মানির সরকার সরাসরি না বলে দেয়। ব্যাঙ্কগুলি, অর্থাৎ ফিনান্স পুঁজির কারবারীরা কোনও সহানুভূতি দেখাতে নারাজ। তারা সুদ সহ আসল বুঝে নিতে চায়। এ ভাবে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তথা জার্মান-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বুঝিয়ে দেয় নতুন সরকার তাদের পছন্দের নয়, ঋণের ফাঁস শক্ত করে এই সরকারের পতন চায় তারা। এই সর্বাত্মক হুমকির মুখে নতুন সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যপদ ত্যাগ করে শর্তের কাঁটা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারত। প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সিরিজা ই ইউ পরিত্যাগের কথাও বলেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে পথে না হেঁটে, তারা ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, জার্মানি সিরিজা সরকারকে চার মাস সময় দিয়েছে, অবশ্যই শর্তাধীন। চার মাস সময় পাওয়ার বিনিময়ে নতুন সরকারকেও 'সংস্কার'-এর পথে চলতে হবে। এই পুঁজিবাদী 'সংস্কার' নামক ফর্মুলা যে কী, তা এতদিনে দুনিয়ার মানুষ বুঝে গিয়েছে। অর্থাৎ, পুরনো পথেই চলতে হবে নতুন গ্রিস সরকারকে। এটাই যদি ঘটে, তবে বলতেই হবে সিরিজা জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে। বিকল্প কিন্তু ছিল। দেশের যে গরিষ্ঠ জনগণ সিরিজার প্রতি সমর্থন উজাড় করে দিয়েছে, সেই জনগণকেই সমবেত করে জার্মানি-ফ্রান্সের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারত তারা। সেই পথে তারা যাবে কি না, চিন্তাগত আদর্শগতভাবে সেই অবস্থান তাদের আছে কি না, ভবিষ্যতই তা বলবে।

## বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে নৈরাজ্য, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের প্রতিবাদ

সম্প্রতি বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে বি ডি এস-এর ফোর্থ প্রফেশনাল-এর সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় ফেল করা এক ছাত্রকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য শাসক দল এবং তার ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ইন্টারনাল এগজামিনারদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। এগজামিনার ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী এই অনৈতিক কাজ করতে অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য, ঐ ছাত্রটি ইতিপূর্বে ফার্স্ট প্রফেশনাল বি ডি এস পরীক্ষায় দু'বার ফেল করেছিল। থার্ড প্রফেশনাল বি ডি এস পরীক্ষায় তাকে পাশ করানোর জন্য ছুটিতে থাকা জনৈক পরীক্ষককে তড়িঘড়ি নিয়ে এসে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। ঐ পরীক্ষককে পুরস্কার হিসেবে বর্ধমান থেকে কলকাতায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। শাসকদল ৯ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করে প্রতিবাদী পরীক্ষক ডাঃ নূপুর ব্যানার্জীর বদলির দাবি জানায়। তাঁর উদ্দেশ্যে শাসানিও চলতে থাকে। স্বাস্থ্যকর্তারা ডাঃ ব্যানার্জীকে নর্থবেঙ্গল চ্যাপটারের মেয়াদ পূরণ করে আসা সত্ত্বেও নর্থবেঙ্গল ডেন্টাল কলেজে বদলি করে। প্রতিবাদে ১৮ ফেব্রুয়ারি সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, ডাক্তারি পরীক্ষায় নৈরাজ্য সৃষ্টি এক বড়মাপের অপরাধ। এতে অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে প্রতিবাদী পরীক্ষককে শাস্তি বদলি দেওয়া অন্যায়। তিনি এই পানিশমেন্ট ট্রান্সফার প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি বলেন, অন্যায়ভাবে ডাক্তারি ছাত্ররা পাশ করলে চিকিৎসার মান নেমে যাবে, যার ফলে রোগীরা নিম্নমানের ডাক্তারের কবলে পড়ে প্রাণ হারাবেন।

## ধর্ষণে যুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট দিনহাটায়

দিনহাটার মাতালহাট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভেটাঘুড়ি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি, মাতালহাট অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি এবং তৃণমূলের আর এক কর্মী। দুষ্কৃতীরা ঐ ছাত্রীকে শাসায়, থানায় জানালে পরিবারের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তা সত্ত্বেও ছাত্রীটির মা ৮ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিদের ধরেনি।

এই অপকর্মের প্রতিবাদে এবং সমস্ত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে মাতালহাট স্কুলে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট হয়। পরদিন স্কুলের শতাধিক ছাত্রছাত্রী দিনহাটা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেয়। ১২ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে এ আই এম এস এস দিনহাটা থানায় আই সি এবং মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

অপরাধীদের পুলিশ গ্রেপ্তার না করায় ২০ ফেব্রুয়ারি মাতালহাট সহ আরও কিছু স্কুলের দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী দিনহাটা শহরে রাস্তা অবরোধ করে। পরে পুলিশ এসে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

## এস এস সি পরীক্ষার দাবিতে পথ অবরোধ কৃষ্ণনগরে

অবিলম্বে এস এস সি পরীক্ষা গ্রহণ, বেকারদের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা, নারী নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তি প্রভৃতি দাবিতে ২০ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে শতাধিক

যুবক কৃষ্ণনগর পৌরসভা মোড়ে পথ অবরোধ করে। তেলেভাজা বিক্রি করে দশতলা বাড়ি নির্মাণের যে হাস্যকর তত্ত্ব মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, যুবকরা তার বিরোধিতা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এইসব বাহানা না করে অবিলম্বে শূন্য পদ পূরণ করুন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, জেলা সভাপতি কমরেড শীতল দে সহ কমরেডস মসিকুর রহমান, নন্দন গোঁড়াই প্রমুখ।

## শিশু পাচারের প্রতিবাদে সি পি ডি আর এস-এর সভা

পুরুলিয়া বোরো থানার ওলগাড়া গ্রামের এক শবর শিশু শ্রমিকের ওপর অমানুষিক অত্যাচার এবং মৃত্যুর এর প্রতিবাদে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও মৃত শিশু শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে সি পি ডি আর এস পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বোরো থানা মোড়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত নভেম্বর মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়,

পাচারকারীরা ১৩ জন শিশু শ্রমিককে রাজস্থানের জয়পুরে একটি জরি কারখানায় পাচার করে দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার চালাত। তাদের একজন পালিয়ে আসার পথে ট্রেনেই মারা যায়। এই খবর জানার সাথে সাথে সি পি ডি আর এস পুরুলিয়া জেলা কমিটির ১২ জনের একটি টিম ওলগাড়া গ্রামে পরিদর্শনে যায়। মৃত শিশু শ্রমিকের বাবা বিশ্বনাথ শবর ও অন্যান্য শ্রমিক পরিবারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানা ও ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এস পির নিকটও ডেপুটেশন দিলে এ এস পি মৃত শ্রমিকের পরিবাররের অভিযোগের ভিত্তিতে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু একমাস কেটে গেলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। তাই ১২ ফেব্রুয়ারির এক প্রতিবাদ সভায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ সভার মূল বক্তা সংগঠনের জেলা সম্পাদক তপন রজক প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। সভা থেকে সিদ্ধান্ত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি এস পি-র দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে।

# লেনিনবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

*(৫ মার্চ সর্বহারার মহান নেতা ও শিক্ষক জে ভি স্ট্যালিনের স্মরণ দিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য রচনা থেকে কিছু অংশ আমরা প্রকাশ করছি। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি।)*

আমি আগেই বলেছি যে, একদিকে মার্কস-এঙ্গেলস আর অন্যদিকে লেনিন—এঁদের মাঝখানে ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের আধিপত্যের এক পুরো অধ্যায়। আরও সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য এ কথা বলা দরকার যে, এক্ষেত্রে আমি আনুষ্ঠানিক আধিপত্যের কথা বলছি না, আমি বাস্তবিক ক্ষেত্রে আধিপত্যের কথাই বলছি। আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে গেলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা ছিলেন কাউটস্কি এবং অন্যান্য 'গোঁড়া','বিশ্বস্ত' মার্কসবাদীরা। কিন্তু কার্যত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ সুবিধাবাদের নীতি অনুসরণ করে করেই চলত। সুবিধাবাদীরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, কারণ তাদের স্বভাব ছিল পেটি-বুর্জোয়াসুলভ, খাপ খাইয়ে চলায় বিশেষ অভ্যস্ত। তথাকথিত 'গোঁড়া' মার্কসবাদীরা আবার 'পার্টির মধ্যে শান্তি' রক্ষা করার নামে 'ঐক্য বজায় রাখার' অজুহাতে এই সব সুবিধাবাদীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ফলে সুবিধাবাদীদেরই ছিল আধিপত্য; কারণ সব সময়ই দেখা যেত যে, বুর্জোয়াদের নীতি আর 'গোঁড়া'দের নীতির মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে।

প্রাক-যুদ্ধ যুগের এই সময়টাকে বলা চলে পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ। তখনও সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়কর স্ব-বিরোধিতা তত জ্বলন্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট আর ট্রেড ইউনিয়নগুলি কম বেশি 'স্বাভাবিক' ভাবেই বেড়ে উঠেছিল; নির্বাচন প্রচারের আর পার্লামেন্টারি পার্টিগুলোর সাফল্যে 'মাথা ঘুরে যাবার' উপক্রম হয়েছিল; কানুনি সংগ্রামকে একেবারে মাথায় তুলে নাচা হচ্ছিল আর মনে করা হচ্ছিল যে, পুঁজিবাদকে কানুনি উপায়েই 'খতম' করা যাবে। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে, তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলো একেবারেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিল; বিপ্লব, সর্বহারার একনায়কত্ব কিংবা জনসাধারণকে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা ভাববার কোনও সত্যিকারের ইচ্ছাই ছিল না।

একটা সুসংবদ্ধ বিপ্লবী মতবাদের বদলে ছিল জনসাধারণের প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্ত আর বিচ্ছিন্ন কিছু মতবাদ। ফলে সেগুলো পরিণত হয়েছিল জীর্ণ আপ্তবাক্যে। লোক-দেখানোভাবে অবশ্য মার্কসের মতবাদের কথা উল্লেখ করা হত, কিন্তু সে শুধু এর সজীব, বিপ্লবী মর্মবস্তুকে ধ্বংস করার জন্যই।

একটা বিপ্লবী মতবাদের বদলে ছিল শুধু কুৎসিত সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক দরকষাকষি, পার্লামেন্টারি কূটনীতি আর পার্লামেন্টারি মারপ্যাঁচ। লোক-দেখানোভাবে অবশ্য 'বিপ্লবী' প্রস্তাব আর স্লোগান তোলা হত — কিন্তু পরেই আবার সে সব যথারীতি ধামাচাপা পড়ত।

পার্টিকে নিজের ভুল ত্রুটি থেকে নির্ভুল বিপ্লবী রণকৌশলে শিক্ষিত করে তোলার বদলে কঠিন প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার, এড়িয়ে যাওয়ার, ধামাচাপা দেওয়ার সচেতন চেষ্টা দেখা যেত। লোক-দেখানো ভাবে অবশ্য তারা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার বিরুদ্ধে ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনার পর এমন সব প্রস্তাব নেওয়া হত যার 'যথেচ্ছ অর্থ করা যায়'।

এই ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চেহারা, তার কার্যপদ্ধতি, তার হাতিয়ার।

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী লড়াইয়ের এক নতুন যুগ শুরু হচ্ছিল। 'ফিন্যান্স ক্যাপিটালের' নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মুখে লড়াইয়ের পুরনো পদ্ধতিগুলো প্রমাণ হচ্ছিল একেবারেই অনুপযুক্ত আর অকার্যকরী।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমগ্র কার্যকলাপ আর কর্মপদ্ধতিকে একেবারে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে থেকে সংকীর্ণমনা, রাজনৈতিক বুকনি-বিশারদ, দলত্যাগী, দেশপ্রেমের ভণ্ডামি আর শ্রেণিশান্তি প্রচারকারীদের সকলকে একেবারে বিতাড়ন করার দরকার হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অস্ত্রাগারকে আবার পরীক্ষা করার প্রয়োজন হল—দেখা গেল যে, এর মধ্যে যা কিছু পুরনো, জং-ধরা হয়ে গেছে তাকে ফেলে দিয়ে নতুন হাতিয়ার তৈরি করা দরকার। এই প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন না করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বৃথা। এ কাজ শেষ না করলে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী লড়াইয়ের সময় হয়ত দেখা যেত যে, শ্রমিকশ্রেণির প্রয়োজনীয় অস্ত্র নেই অথবা একেবারেই নিরস্ত্র।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই 'অজিয়ান আস্তাবল' সাফ করার (পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে রাজা অজিয়াসের আস্তাবলের যুগসঞ্চিত আবর্জনা হারকিউলিস আলফিউস নদী বইয়ে দিয়ে সাফ করেছিলেন)। তাকে একেবারে ঢেলে সাজাবার যা কিছু গৌরব তা লেনিনবাদেরই প্রাপ্য। এই ধরনের অবস্থার মধ্যেই লেনিনবাদী কর্মপদ্ধতি জন্মলাভ করেছিল এবং রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এই কর্মপদ্ধতির জন্য কী কী প্রয়োজন ছিল?

প্রথমত ঃ জনসাধারণের বিপ্লবী লড়াইয়ের কষ্টিপাথরে, বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রাণহীন আপ্তবাক্যগুলোকে যাচাই করা,অর্থাৎ তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা। কারণ একমাত্র এই ভাবেই বিপ্লবী মতবাদে সুসজ্জিত একটি সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণির পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব।

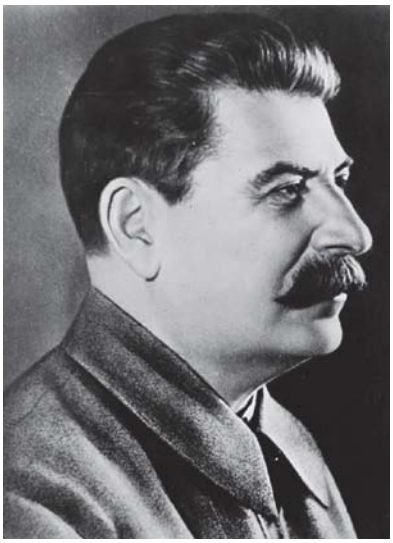

দ্বিতীয়ত ঃ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলোর বিভিন্ন মতবাদকে শুধু প্রস্তাব আর বুলি দিয়ে বিচার না করে (এগুলো বিশ্বাস করা চলে না) কাজ দিয়ে যাচাই করা। কারণ একমাত্র এইভাবেই শ্রমিক সাধারণের আস্থা অর্জন করা এবং তার উপযুক্ত হওয়া যায়।

তৃতীয়ত ঃ জনসাধারণকে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে, শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে পার্টির সমস্ত কাজকে নতুন বিপ্লবী লাইন অনুযায়ী পুনর্গঠন করা। কারণ একমাত্র এইভাবেই জনসাধারণকে সর্বহারা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব।

চতুর্থত ঃ সর্বহারা শ্রেণির দলগুলোর অভ্যন্তরে আত্মসমালোচনার ব্যবস্থা—নিজেদের ভুলত্রুটি থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা। কারণ একমাত্র এইভাবেই পার্টির সত্যিকারের কর্মী, সত্যিকারের নেতা গড়ে তোলা যায়।

এই হল লেনিনবাদী কর্মপদ্ধতির ভিত্তি আর মূলকথা।

এই পদ্ধতি কেমন করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল?

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো অনেকগুলো তত্ত্ব 'ডগমা'(আপ্তবাক্য)-র মতো আঁকড়ে আছে। সব সময়েই তারা এগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। এর মধ্যে কতকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রথম আপ্তবাক্য ঃ সর্বহারা শ্রেণির ক্ষমতা দখলের উপযোগী অবস্থা সংক্রান্ত। সুবিধাবাদীরা জোরের সাথে বলে, শ্রমিকশ্রেণি দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষমতা দখল করতে পারে না, ক্ষমতা দখল করা তাদের উচিতও নয়। এই কথার সপক্ষে তারা কোনও প্রমাণ দেখায় না, কারণ এই অবাস্তব তত্ত্বকে সমর্থন করার মতো কোনও তত্ত্বগত বা বাস্তব প্রমাণই নেই।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সব ভদ্রলোকদের উত্তর দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, আচ্ছা, ধরা যাক, এ কথাই সত্যি। কিন্তু ধরুন এমন ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে (যেমন যুদ্ধ, কৃষি-সংকট ইত্যাদি) যখন দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সর্বহারা শ্রেণি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী জনসাধারণকে নিজের চতুর্দিকে সমবেত করার সুযোগ পেল; এমন অবস্থায় সে ক্ষমতা দখল করবে না কেন? আন্তর্জাতিক আর জাতীয় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদের কাঠামোয় ফাটল ধরিয়ে তার অন্তিম দিন ঘনিয়ে আনা সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে অনুচিত হবে কেন? গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকেই কি মার্কস বলেননি যে, জার্মানিতে সর্বহারা বিপ্লবের অবস্থা খুবই 'চমৎকার' দাঁড়াত যদি 'কৃষক যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা করে' তাকে সাহায্য করা যেত? এ কথা কি সকলেরই জানা নেই যে, সে সময়কার জার্মানিতে সর্বহারার সংখ্যা ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সর্বহারার সংখ্যার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কমই ছিল? রাশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতাই কি প্রমাণ করে দেয়নি যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবদের এই সব আপ্তবাক্যের কোনও তাৎপর্যই সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে নেই? এ বিষয় কি কোনও সন্দেহ আছে যে, জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই অচল আপ্তবাক্যকে একেবারেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে?

দ্বিতীয় আপ্তবাক্য ঃ দেশের শাসনকার্য চালাবার মতো শিক্ষিত, অভিজ্ঞ কর্মী যথেষ্ট সংখ্যক না থাকলে শ্রমিকশ্রেণি কখনও ক্ষমতা দখলে রাখতে পারে না। সুতরাং পুঁজিবাদী অবস্থার মধ্যে প্রথমে এই সব কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তারপরই শুধু ক্ষমতা দখল করা চলতে পারে। লেনিন এর উত্তরে বলেন, ধরা যাক এ কথাই সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখলে ক্ষতি কী? প্রথমে ক্ষমতা দখল করে সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করুন, তারপর শ্রমজীবী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলুন এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে অসংখ্য নেতা আর শাসন-পরিচালক সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিন। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কি এ কথাই প্রমাণ করেনি যে, পুঁজিপতি শ্রেণির শাসনের আমলের চেয়ে সর্বহারা শ্রেণির শাসনে শ্রমিকদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত কর্মী শতগুণ তাড়াতাড়ি এবং কার্যকরীভাবে গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে যে, জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সুবিধাবাদীদের এই আপ্তবাক্যকেও নির্মমভাবে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে?

তৃতীয় আপ্তবাক্য ঃ সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ মতবাদের দিক থেকে এটা নিতান্ত অসার (এঙ্গেলসের সমালোচনা দেখুন) এবং কার্যক্ষেত্রে এটা বিপজ্জনক (এতে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, ট্রেড ইউনিয়নের তহবিল খালি হয়ে যেতে পারে)। তাছাড়া পার্লামেন্টারি সংগ্রাম পদ্ধতিই হল সর্বহারা শ্রেণির, শ্রেণিসংগ্রামের প্রধান পদ্ধতি। রাজনৈতিক ধর্মঘট এর বিকল্প হতে পারে না। লেনিনপন্থীরা উত্তর দেন, খুব ভালো কথা, কিন্তু প্রথম কথা এই যে, এঙ্গেলস সমস্ত সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতা করেননি। নৈরাজ্যবাদীরা সর্বহারার রাজনৈতিক সংগ্রামের বদলে অর্থনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের হয়ে যে ওকালতি করত তিনি শুধু তারই বিরোধিতা করেছিলেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের সম্পর্ক কী? দ্বিতীয়ত, এ কথা কে কোথায় প্রমাণ করেছেন যে, আইনসভার সংগ্রামই সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রামের প্রধান রূপ? বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস কি এই কথাই প্রমাণ করে না যে, সংসদীয় সংগ্রামই সর্বহারা শ্রেণিকে সংসদ বহির্ভূত সংগ্রাম গড়ে তুলতে শিক্ষা দেয়, সাহায্য করে মাত্র, এই কথাই কি প্রমাণ করে না যে, পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিক আন্দোলনের মূল সমস্যাগুলো বল প্রয়োগের দ্বারা, সর্বহারা জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা, সাধারণ ধর্মঘট আর অভ্যুত্থানের দ্বারাই কেবল সমাধান করা সম্ভব? তৃতীয়ত, এ কথা কে বলেছেন যে, সংসদীয় সংগ্রামের বিকল্প হচ্ছে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট? কবে, কখন রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থকেরা সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামকে সংসদীয় সংগ্রামের বিকল্প বলেছে? চতুর্থত, রুশ বিপ্লব কি দেখিয়ে দেয়নি যে, রাজনৈতিক ধর্মঘটই সর্বহারা বিপ্লবের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয় এবং পুঁজিবাদের দুর্গে আঘাত হানবার প্রাক্কালে সর্বহারা জনসাধারণের বিরাট অংশকে সংগঠিত, সংঘবদ্ধ করার অবিসংবাদী উপায়? তবে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার নামে, ট্রেড ইউনিয়নের তহবিল খালি হবার নামে সুবিধাবাদীদের এ মড়াকান্নার কারণ কী? এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে যে, বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সুবিধাবাদীদের এ আপ্তবাক্যকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে?

এই কারণেই লেনিন বলেছিলেন, 'বিপ্লবী মতবাদ কোনও প্রাণহীন

*সাতের পাতায় দেখুন*

# লেনিনবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

*ছয়ের পাতার পর*

আপ্তবাক্য নয়। প্রকৃত গণআন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব কর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তবেই তা চূড়ান্তভাবে সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব হয়'। ('বামপন্থী' কমিউনিজম — শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা)। এর কারণ এই যে, মতবাদকে বাস্তব কাজে লাগাতে হবে। বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে যে সব প্রশ্ন দেখা দেয় মতবাদকে তার উত্তর দিতে হবে 'জনসাধারণের বন্ধুদের' স্বরূপ কী;কাজকর্মের অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে একে পরীক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে কী জঘন্য ধাপ্পাবাজি, কী জঘন্য নোংরামিতে ভর্তি তা বোঝাবার জন্য এরা 'লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই কর' বলে যে আওয়াজ তুলেছিল তার ইতিহাস স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। এই সব দলগুলো নিজেদের বিপ্লববিরোধী কাজকর্ম ঢাকবার জন্য কেবল জাঁকজমকওয়ালা বিপ্লবী বুলি আওড়ায় আর প্রস্তাব পাশ করে। সকলেরই মনে আছে যে, বাসলে সম্মেলনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক খুব ঘটা করে সাম্রাজ্যবাদীদের হুমকি দিয়েছিল যে, তারা লড়াই যদি শুরু করে তবে সাংঘাতিক গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ করা হবে এবং 'লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই' এই ভীষণ আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে, কিছুদিন পরে যুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে বাসলে সম্মেলনের প্রস্তাবকে ধামাচাপা দিয়ে এক নতুন আওয়াজ শ্রমিকদের সামনে হাজির করা হল, নিজ নিজ পুঁজিবাদী দেশের মান রক্ষার জন্য পরস্পরকে খতম কর, নিশ্চিহ্ন কর? এটা কি খুবই স্পষ্ট নয় যে, বিপ্লবী স্লোগান আর প্রস্তাব অনুসারে যদি কাজ করা না হয় তবে তার দাম কানাকড়িও নয়?

লেনিনবাদীরা যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার আওয়াজ তুলেছিল তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরেরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকের নীতি অনুসরণ করছিল, যুদ্ধের সময় দু-দলের কাজের এই তুলনা থেকেই লেনিনবাদী পদ্ধতির মহত্ত্ব এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের চরম নোংরামি যথেষ্ট বোঝা যায়। এখানে আমি লেনিনের 'সর্বহারা বিপ্লবী ও দলত্যাগী কাউট্স্কি' বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কার্ল কাউট্স্কি বিভিন্ন দলকে তাদের কাজ দিয়ে বিচার না করে কেবল স্লোগান আর পার্টি দলিল দিয়ে বিচার করার যে সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করতেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে লেনিন লিখেছিলেন,

"কেবল একটা আওয়াজ তুললেই অবস্থাটা যেন বদলে যায় ...এই ভাণ করে কাউট্স্কি তাঁর স্বভাবসুলভ পেটি-বুর্জোয়া বিদ্যা দিগগজ নীতি অনুসরণ করেছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসই এই মোহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য চিরকাল রকম বে-রকম 'বুলি' আউড়ে এসেছে, আজও আওড়ায়। আসল কথা হল, তাদের অকপটতাকে যাচাই করে নিতে হবে, তাদের কথাকে কাজের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে, শুধু তাদের ভালো ভালো আদর্শ-মার্কা বুলিতেই তুষ্ট থাকলে চলবে না —শ্রেণি-বাস্তবতার দিকে নজর দিতে হবে।" (লেনিন ঃ নির্বাচিত রচনাবলি - ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২)

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো আত্মসমালোচনাকে কী রকম ভয় করে, নিজেদের ভুলত্রুটি ধামাচাপা দেবার কঠিন প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার অভ্যাস তাদের কী রকম প্রবল, ভুলত্রুটি চাপা দিয়ে সব কিছুই ঠিক আছে বলে মিথ্যা প্রচারে তাদের আগ্রহ — এ সব নিয়ে কিছু বলার আমার প্রয়োজন নেই। এ অভ্যাসের ফলে সজীব চিন্তাধারা একেবারে ভোঁতা হয়ে যায়, ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষালাভের মারফত পার্টির বিপ্লবী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে এ অভ্যাস বাধা সৃষ্টি করে। লেনিন এই অভ্যাসকে তীব্র বিদ্রূপ এবং আক্রমণ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণির পার্টিতে আত্মসমালোচনার স্থান সম্পর্কে লেনিন 'বামপন্থী কমিউনিজম — শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' পুস্তিকায় লিখেছিলেন ঃ

"পার্টি কতদূর একাগ্রচিত্ত, পার্টি কার্যত নিজের শ্রেণি আর শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে নিজের দায়িত্ব কতখানি পালন করেছে, তা বিচার করবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সুনিশ্চিত উপায় হল নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব। সত্যিকারের পার্টির লক্ষণ হল, মন খুলে ভুল স্বীকার করা, ভুলের কারণ নির্ধারণ করা, কী অবস্থার জন্য ভুল হল তা বিশ্লেষণ করা এবং ভুল শোধরাবার উপায় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা। এই ভাবেই পার্টির উচিত নিজের কর্তব্য পালন করা; নিজের শ্রেণিকে আর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা" (লেনিন ঃ নির্বাচিত রচনাবলি-১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮)।

কেউ কেউ বলেন, নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরা, আত্মসমালোচনা করা পার্টির পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। কারণ শত্রুরা তা শ্রমিকশ্রেণির পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের আপত্তিকে লেনিন নিতান্ত তুচ্ছ এবং সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে করতেন। অনেক কাল আগে ১৯০৪ সালে আমাদের পার্টি যখন দুর্বল আর ছোট ছিল তখনই তিনি এ সম্পর্কে 'এক পা আগে-দু'পা পিছে' পুস্তিকায় লিখেছিলেন,

"আমাদের মধ্যেকার তর্কবিতর্ক সম্পর্কে তারা (অর্থাৎ মার্কসবাদের শত্রুরা —স্ট্যালিন) নাসিকা কুঞ্চিত করে উল্লসিত হয়। অবশ্য আমার পুস্তিকাতে আমাদের পার্টির গলদ আর দুর্বলতা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করবে। কিন্তু রাশিয়ার মার্কসবাদীরা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এখন এত মজবুত হয়ে উঠেছে যে, এ ধরনের চিমটিতে তারা বিচলিত হবে না। এ সব সত্ত্বেও তারা আত্মসমালোচনা চালিয়ে যাবে, নিজেদের দুর্বলতা নির্মমভাবে খুলে ধরবে। শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব দুর্বলতা যে নিশ্চয় কাটিয়ে ওঠা যাবে তাতে 'কোনও সন্দেহই নেই' ( লেনিন ঃ নির্বাচিত রচনাবলি-২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে লেনিনবাদী কার্যপদ্ধতির এইগুলোই হল বৈশিষ্ট্য। লেনিনের এই পদ্ধতির মধ্যে যা রয়েছে প্রধানত তা মার্কসের শিক্ষার মধ্যেই ছিল। মার্কস নিজেই বলেছিলেন যে, এই শিক্ষা হল 'মূলত বৈপ্লবিক এবং সমালোচনামূলক'। এই বৈপ্লবিক আর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই রয়েছে লেনিনের পদ্ধতির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এ কথা মনে করা যে ভুল যে, লেনিনের পদ্ধতি শুধু মার্কসের পদ্ধতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে লেনিনবাদ শুধু মার্কসের বিপ্লবী, সমালোচনামূলক পদ্ধতির, তার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই নয়, তার আরও বিকশিত এবং বিশেষীকৃত রূপ।

# জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রাধাকান্তপুরের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের একনিষ্ঠ কর্মী এবং তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট জননেতা কমরেড রাধানাথ হালদার (৮০) ১৬ জানুয়ারি বার্ধক্যজনিত কারণে প্রয়াত হন। ৬০-এর দশকের শুরুতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন।

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ও সাথে সাথে বহু মানুষকে দলের সাথে যুক্ত করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্যকে দলের সাথে যুক্ত করেন। দল তাঁকে প্রথমে রাধাকান্তপুর অঞ্চল সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়। প্রাক্তন উপপ্রধান কমরেড হালদার তাঁর সুমধুর ব্যবহারে দলমত নির্বিশেষে এলাকার সকল মানুষকে আপন করে নিতেন। যত দিন তিনি শারীরিকভাবে চলাফেরা করতে পেরেছেন তত দিন সংগঠনের যাবতীয় কাজে পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে দল যাদের দায়িত্ব দিয়েছে বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দলের শিক্ষায় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ছোটদের স্নেহের সাথে পরামর্শ ও সঙ্গ দিয়ে বড় করার জন্য সর্বদা উদ্যোগ নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

৩১ জানুয়ারি শ্রীদুর্গা ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সহদেব নস্কর। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত কমরেড রাধানাথ হালদারের জীবনসংগ্রাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের আহ্বান জানান।

**কমরেড রাধানাথ হালদার লাল সেলাম**

কলকাতার দমদম অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি)-র ঘনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড শ্যামল বসাক ২২ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, কমরেড বসাক এস ইউ সি আই (সি)-র বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্ত্রী কন্যা সহ এই বিপ্লবী দলের সমর্থকে পরিণত হন।

কমরেড শ্যামল বসাকের মৃত্যুসংবাদে এলাকায় তাঁর বন্ধু-বান্ধব সহ দলের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমবেত কর্মীরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

**কমরেড শ্যামল বসাক লাল সেলাম**

# শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও আইন অমান্য

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ১৫ দফা দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা অভিযান ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রায় এক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানানো সত্ত্বেও ডেপুটেশন গ্রহণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা চরম ক্ষুব্ধ হন এবং রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে আইন অমান্য করেন।

আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য দাবি হল, ২০ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর 'টেট' বাতিল করার দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে, কারণ সরকার শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের 'টেট' গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের ঘোষণা, অবৈজ্ঞানিক-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক বাতিল, পার্শ্বশিক্ষক ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের পূর্ণশিক্ষকের মর্যাদা, দিকে দিকে শিক্ষক নিগ্রহ ও দলবাজি বন্ধ করা ইত্যাদি। এ ছাড়া শিক্ষকদের জন্য ই এস আই প্রকল্প বাতিল করে টিচার্স হেলথ হোম স্থাপন, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক বদলি, পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন, প্রতি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শৌচালয় নির্মাণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি কার্ত্তিক সাহা। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, সুনীল ঘোষ, কনক সরদার, সতীশ সাউ, দীপঙ্কর মাইতি, বাণী পাত্র প্রমুখ।

# নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সালকিয়ায় নাগরিক কনভেনশন

হাওড়ার সালকিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপরাধীরা ছিল মদ্যপ। অথচ সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে ছাত্র-যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। সালকিয়া নন্দীবাগানে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা ও অরূপ ভাণ্ডারীর নৃশংস হত্যা তারই প্রতিফলন। এরই প্রতিবাদে ১৫ ফেব্রুয়ারি সালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পাশ্রম স্কুলে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এক নাগরিক কনভেনশন সংগঠিত হয়। বক্তারা সকলেই এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। আইনজীবী তনয়া মিত্রকে সভাপতি, সঙ্গীত শিল্পী অমিত সান্যালকে সহ সভাপতি এবং পুতুল চৌধুরী ও কাকলি সামন্তকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়।

**গণদাবী পত্রিকা অফিসের নতুন ঠিকানা**

**৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩**

ফ্যাক্স নম্বর - ২২২৭৬২৫৯

**পাঠানো সংবাদে 'গণদাবী' উল্লেখ করতে হবে**

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015



# বাসভাড়া কমানোর দাবিতে আন্দোলন

*একের পাতার পর*

করে বিক্ষোভ দেখায় এবং পথ অবরোধ করে। তপন ভৌমিকের নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক এবং আর টি ও-র কাছে ডেপুটেশন দিয়ে ন্যূনতম বাস ভাড়া ৫.০০ টাকা এবং ৫০ পয়সা প্রতি কিলোমিটার করার দাবি জানান। এ ছাড়া রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত মেছেদা থেকে সমস্ত রুটে বাস চলাচল, রাতের বাসগুলিকে শেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রশাসন দাবিগুলি পূরণের যথাযথ চেষ্টা করবে কথা দেয়। গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন তপন ভৌমিক, প্রদীপ দাস, প্রবীর প্রধান, স্বপন সামন্ত, অনিতা মাইতি প্রমুখ।

*খড়্গপুর*

*তমলুক*

**বহরমপুর ঃ** বাস-ট্রেকারের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দাবিতে বহরমপুর কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ অবস্থান ও জেলা পরিবহণ আধিকারিককে ডেপুটেশন দেয় দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। কর্মসূচিতে বাস-ট্রেকারের অস্বাভাবিক ভাড়া কমানো, ৩৪নং জাতীয় সড়ক সহ জেলার সমস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও সম্প্রসারণ, রেলগেটগুলিতে উড়ালপুল নির্মাণ করে শহরকে যানজট মুক্ত করা, যাত্রীদের উপযুক্ত বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও মহিলা-পুরুষদের উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা, জন পরিবহণের ক্ষেত্রে ডিজেলে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ছয় দফা দাবি তোলা হয়। পাঁচ শতাধিক মানুষ এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী সহ ৪ জনের প্রতিনিধি দল আর টি ও-কে স্মারকলিপি জমা দেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা আব্দুস সঈদ, দিলকুশা বেগম, মনিরুল ইসলাম, আনিসুল আম্বিয়া, গোলাম মুস্তাফা প্রমুখ।

**ছ'মাসে ডিজেলের দাম কমেছে ১২ টাকা**
**বাসের ভাড়া কমানো হচ্ছে না কেন?**

| | |
|---|---|
| ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ | ৫১.৫৪ টাকা |
| ০৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৫ | ৫০.৯৯ টাকা |
| ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ | ৫২.৯৯ টাকা |
| ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ | ৫৫.০০ টাকা |
| ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ | ৫৭.০৮ টাকা |
| ০১ নভেম্বর ২০১৪ | ৫৭.৯৫ টাকা |
| ১৯ অক্টোবর ২০১৪ | ৬০.৩০ টাকা |
| ৩১ আগস্ট ২০১৪ | ৬৩.৮১ টাকা |

★ দাম প্রতি লিটারে সূত্র ঃ mypetrolprice.com

# পেটানোর অধিকার পুলিশের নেই

*একের পাতার পর*

হলে ২১ জুলাইয়ের ঘটনায় কমিশন বসানোর নৈতিক অধিকার থাকে কি? তিনি বলেন, এই চূড়ান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলকে মিলিত প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, ছোটখাটো বিভেদ ভুলে গিয়ে সমাজের জন্য একত্রে দাঁড়াবার সামাজিক চেতনা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

কনভেনশনে বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, এই শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের কর্মসূচি পুলিশকে বহু পূর্বেই জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক রীতি নীতি না মেনে পুলিশের এই কাজ অত্যন্ত অনৈতিক। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুলিশমন্ত্রী হয়ে এ ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। যারা এই আইন অমান্য আন্দোলন করেছে তারা দেশের জন্য কাজ করেছে বলে আমি মনে করি। পূর্বতন সরকারের আমলে আমি যখন মহিলা কমিশনের সদস্য ছিলাম, তখনও দেখেছি এস ইউ সি আই (সি) দলের আন্দোলনে মহিলা কর্মীদের উপর পুলিশের নির্মম আক্রমণ ও বস্ত্রহীন করার ছবি, আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। গণতন্ত্রের উপর এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সকলের এগিয়ে আসা দরকার।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন পুলিশ দিয়ে দমন করার তীব্র বিরোধিতা করে মানবাধিকার কমিশনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র বলেন, আইন করে বলা হোক, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে কোনওভাবেই পুলিশ পাঠানো চলবে না।

কনভেনশনে মানবাধিকার কর্মী সুবোধ বসু রায় উত্থাপিত মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সি পি ডি আর এস-এর সভাপতি সদানন্দ বাগল বলেন, ব্রিটিশ আমলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে আইন অমান্য হয়েছে, বিদেশি শাসক নির্মম আক্রমণ করেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই পুলিশি বর্বরতা মেনে নেওয়া যায় না।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত বলেন, জনগণের ন্যায্য দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন দমন করতে পুলিশ পরিকল্পিতভাবে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি রোধে নাগরিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশিষ্ট আইনজীবী চিরন্তন দাঁ বলেন, ক্ষমতাসীন দলগুলি ন্যায়-নীতি-আইনের শাসন সমস্ত কিছুকেই পদদলিত করছে। অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ বলেন, পুলিশ আজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করছে। তাই মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন তীব্রতর করা জরুরি।

পুলিশি বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রশ্ন তোলেন — আগে থেকেই শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের ঘোষণা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে রাখা হল না কেন? সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, দোকান লুটপাট কিছুই হয়নি। পুলিশ মাথা, চোখ লক্ষ্য করে লাঠি চালাল কেন? পরিস্থিতিই প্রমাণ করছে — এটা পুলিশের পরিকল্পিত আক্রমণ। সরকার কি আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে চাইছে? জেনে রাখুন, হাসপাতালে শুয়ে থাকা, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া উত্তম পাড়ই, রমাকান্ত সরকাররা বলেছেন — ক্ষুদিরামদের রক্ত আমাদের ধমনীতে বইছে, চোখ নষ্ট হওয়ার জন্য কোনও দুঃখ নেই, আমরা গর্বিত। ফলে ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না।

## ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যা

# নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতির মিথ্যাচার উদঘাটিত

## এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, দেশজুড়ে ভয়াবহভাবে বেড়ে চলা কৃষক-আত্মহত্যার ঘটনায় পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে ক্ষমতায় বসার আগে প্রাক-নির্বাচনী ভাষণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'চাষিদের মরতে দেবে না — এটা নিশ্চিত করা যেকোনও সরকারের প্রথম কর্তব্য'। কিন্তু মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, চাষিদের আত্মহত্যার হার ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে পিষ্ট দরিদ্র কৃষকরা ক্রমবর্ধমান অনাহার ও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। চাষিদের আত্মহত্যার মিছিলের এই ভয়ানক ছবি দেখে দেশের মানুষ আজ স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ, গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। সংবাদে প্রকাশ, বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রের চিরকালীন খরাপীড়িত মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে শুরু করে মাত্র ৪৫ দিনে ৯৩ জন কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর আগে গত নভেম্বরে খরাপীড়িত বিদর্ভ ও মারাঠাওয়াড়া এলাকায় ১২০ জন ঋণগ্রস্ত চাষির আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে। এ অভিযোগও উঠেছে যে, পুলিশের উচ্চ পদাধিকারী ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের ঢিলেঢালা মনোভাবের পাশাপাশি ব্যাপক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কবলে পড়ে মহারাষ্ট্রে মৃত চাষিদের পরিজনরা ১ লক্ষ টাকার সামান্য ক্ষতিপূরণটুকুও পাচ্ছেন না।

এ ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল, ঢালাও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েমোদি কীভাবে জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এ ঘটনা আরও দেখাল, যে মোদি উদার হস্তে শিল্পমহল, বিশেষত একচেটিয়া কারবারি ও কর্পোরেটদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা সহ কর ও অন্যান্য আর্থিক ছাড় দিয়ে চলেছেন, সেই মোদিই দারিদ্রগ্রস্ত দুর্গত কৃষকদের মারাত্মক দুর্দশার প্রতি নিতান্তই উদাসীন। সর্বোপরি, পুরনো আইন বাতিল করে অর্ডিন্যান্স জারি করে মোদি সরকার যে জমি অধিগ্রহণ আইন তড়িঘড়ি লাগু করল, অনুমান করাই যায়, সেই সর্বনাশা আইন আরও বহু দরিদ্র কৃষক ও কৃষি-মজুরকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেবে।

এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র, সর্বহারা সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে সংগঠিত হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে মোদি ও তাঁর সরকারকে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা অবিলম্বে এই মৃত্যুমিছিল বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেয়, দুর্গত পরিজনদের জন্য তৎপরতার সঙ্গে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দরিদ্র চাষিদের কৃষিঋণ সম্পূর্ণ মকুব করে।

# কমরেড গোবিন্দ পানসারের মৃত্যুতে

## গভীর শোক প্রকাশ করলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

মহারাষ্ট্রের প্রবীণ বামপন্থী নেতা, বহু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক কমরেড গোবিন্দ পানসারের হত্যাকাণ্ডে আন্তরিক শোক প্রকাশ করে সি পি আই সাধারণ সম্পাদককে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি দিয়েছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শোলাপুরে নিজের বাড়ির কাছে কমরেড গোবিন্দ পানসারে (৮২) ও তাঁর স্ত্রী উমা পানসারেকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় পানসারেকে প্রথমে শহরের অ্যাস্টর আধার হাসপাতালে, পরে ব্রিচ ক্যান্ডিতে ভর্তি করা হয়। ওখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোলাপুরে রোড টোল ট্যাক্স মাফিয়াদের আক্রমণেই তাঁকে নিহত হতে হল। কারণ, তাদের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রচার চালাচ্ছিলেন।

শোকবার্তায় কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, কায়েমি স্বার্থবাদীদের জনবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গড়ে তুলছিলেন, এতে বিপন্ন বোধ করেই তারা তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন একজন একনিষ্ঠ যোদ্ধাকে হারাল। সিপিআই দলের সদস্য ও কমরেড পানসারের পরিবারের সদস্যদের শোকের অংশীদার হয়ে খুনিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in